কালের কণ্ঠ

তারিখ 16 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণা দিলেও বঙ্গবন্ধুর নামে হয়নি পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর ▷

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য পুরস্কার চালুর ঘোষণা দিলেও শেষ পর্যন্ত করা হয়নি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম নূর-উন-নবী গতকাল সোমবার জাতীয় শোক দিবসে ভাইস চ্যান্সেলরস অ্যাওয়ার্ড নামে চার ক্যাটাগরিতে চারজনের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছেন।

এ নিয়ে ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

জানতে চাইলে উপাচার্য অধ্যাপক নূর-উন-নবী গত বছর বঙ্গবন্ধুর নামে পুরস্কার চালুর ঘোষণা দেওয়ার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর নামে অ্যাওয়ার্ড চালু করার ক্ষমতা আমার নেই। সে কারণেই তাঁর জীবন ও আদর্শের ওপর কাজ দিয়েই 'ভাইস চ্যান্সেলরস অ্যাওয়ার্ড' চালু করা হয়েছে।'

এ ছাড়া তিনি আর কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

জানা যায়, গত বছর জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে উপাচার্য নূর-উন-নবী প্রতিবছর চার ক্যাটাগরিতে বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড চালুর ঘোষণা দেন। চারটি ক্যাটাগরি হলো শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু পরিষদের সদস্যসচিব ও গণিত বিভাগের শিক্ষক মশিউর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এটা খুবই আপত্তিকর যে বঙ্গবন্ধুর নামে অ্যাওয়ার্ড চালু করতে গিয়ে তা নিজের নামে চালানো। আমি মনে করি, এটা শুধু বঙ্গবন্ধুকে অবমাননা করা নয়, গোটা জাতির সঙ্গে তামাশা করার শামিল। এ ঘটনা শুধু এই উপাচার্য কেন যিনিই ঘটান না কেন প্রয়োজনে এর বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।'

শিক্ষকদের সংগঠন নীল দলের সভাপতি গোলাম রব্বানী বলেন, গত বছর উপাচার্য বঙ্গবন্ধুর নামে অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা দিয়ে যদি এবার ভাইস চ্যান্সেলরস অ্যাওয়ার্ড চালু করে থাকেন তাহলে তা ঠিক করেননি।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক তাবিউর রহমান প্রধান বলেন, 'বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এমন প্রহসনমূলক কাজ মেনে নেওয়াটা কঠিন। এটি উপাচার্য কোনোভাবেই ঠিক করেননি। এ ঘটনায় শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে নিন্দা জানাচ্ছি।'

প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক বলেন, 'আমরা জানতাম উপাচার্যের ঘোষণা অনুযায়ী এ বছর থেকে বঙ্গবন্ধুর নামে অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তন করা হচ্ছে। কিন্তু সেটি ভাইস চ্যান্সেলরের নামে চালু করা দেখে বিস্মিত হয়েছি। এটা কোনোভাবেই মানা যায় না। এ কারণে আমরা এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছি।'